সংবাদ

৯/৯/৮১

পৃষ্ঠা

134

'৮৫ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে

—অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আব্দুস সাত্তার বলেছেন যে, আগামী ১৯৮৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের চার কোটিরও বেশী নিরক্ষর নরনারীকে সাক্ষরতা দানের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণদানকালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। সম্মেলনের শুরুতে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়ার স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গতকাল ৮ই সেপ্টেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার এ প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্বের সর্বত্রই আন্তরিকতা ও গভীর প্রত্যয়ের সাথে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে, কারণ, এখনো নিরক্ষরতা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবেই পরিগণিত। তিনি বলেন, একথা আমরা

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

নিরক্ষরতার অভিশাপ

১ম পাতার পর)

জানি যে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যে শিক্ষা সবচেয়ে বেশী সহায়ক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই পঞ্চমাংশ এখনো লিখতে-পড়তে জানে না।

তিনি নিরক্ষরতাকে অভিশাপ হিসেবে অভিহিত করে আরো বলেন, এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে না পারলে কোন জাতি বা দেশ সুষ্ঠুভাবে প্রগতির সাথে এগিয়ে যেতে পারে না। নিরক্ষর মানুষ দৈনন্দিন জীবনে সঠিক কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানা রকম বিভ্রান্তির শিকার হয়। বস্তুতঃ সাক্ষরতা জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সোপান। তাই নিরক্ষরতাকে একটি প্রধান জাতীয় কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতিকে এক লাখ টাকা দান করেন। তিনি কৃতী সাক্ষরতা কর্মীদের মধ্যে পুরস্কারও বিতরণ করেন।

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির এই জাতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব এ, এ বজলে রব্বী। সম্মেলনে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশ সরকারের গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির সহযোগিতামূলক ভূমিকা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান গনি।

অন্যাদের মধ্যে বক্তৃতা রাখেন সমিতির জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর মিজানুর রহমান শেলী, কমিটির সদস্য বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক জনাব ওবায়দুল হক, সমিতির সহ-সভানেত্রী অধ্যক্ষা হামিদা আলী ও বাংলাদেশ মানবাধিকার সমিতির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা।

ডক্টর মিজানুর রহমান শেলী বলেন, বাঁচতে হলে নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে হবে। এসব সমস্যা জানতে হলে ও সমাধান খুঁজে পেতে হলে লেখাপড়া শিখতে হবে। জনাব ওবায়দুল হক বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ, দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও উন্নয়ন সব কিছুই নির্ভর করে শিক্ষার উপর। অধ্যক্ষা হামিদা আলী জানান যে, বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির সারা দেশের ১৮টি জেলার ৬৮টি থানায় ৩২২টি শাখা আছে এবং মোট কর্মীর সংখ্যা ৩০ হাজার। সমিতির সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক ওসমান গনি সমিতির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তারকে সমর্থন দানের অঙ্গীকার করেন।